সংবাদ (৮৩)

তারিখ ...২৬...১০.৮৩...
পৃষ্ঠা......৮...কলাম...১...

055

পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার

মাধ্যমিক পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নয়নের জন্যে টাস্কফোর্সের দেয়া সুপারিশ বাস্তবায়নের বিষয়টি মন্ত্রিসভা আরো পর্যালোচনা করে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন। টাস্কফোর্সের সুপারিশে বর্তমানে প্রচলিত রচনামূলক পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা প্রবর্তনের কথা রয়েছে বলে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লিখিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, এ নয়া পরীক্ষা পদ্ধতি '৮৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা হতে প্রবর্তন করা যেতে পারে। টাস্কফোর্স এই উদ্দেশ্যে '৮৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার সব বিষয়ের ওপর আইটেম প্রণয়নের কাজ '৮৩ সালের আগষ্ট থেকে শুরু করার সুপারিশ রেখেছিল। কিন্তু সে ব্যাপারে সরকার এখনো কোন নির্দেশ দেননি।

বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। ছাত্র-ছাত্রীদের সত্যিকার মেধা যাচাই বর্তমানে প্রচলিত পুরানো পরীক্ষা পদ্ধতি দিয়ে যে সঠিকভাবে হচ্ছে না, তা সাধারণভাবেই আজ স্বীকৃত। পরীক্ষায় ব্যাপকহারে ফেল ও দুর্নীতির জন্যে পরীক্ষার এ পদ্ধতি কম দায়ী নয়। রচনামূলক এ পরীক্ষা পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তরের জন্যে বেশীই নির্ভর করতে হয় মুখস্থ বিদ্যার ওপর। এতে পরিশ্রম বেশী হলেও সত্যিকার মেধার পরিচয় দেয়ার সুযোগ কমই থাকছে।

পরীক্ষা নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যে দুশ্চিন্তা, রীতিমত এক আতংকের ভাব সাধারণভাবে লক্ষ্য করা যায় তার বড় কারণ এই পরীক্ষা পদ্ধতি। পরীক্ষাকে ছাত্র-ছাত্রীরা সহজভাবে নিতে পারে না। এরফলে পুরো পাঠ্যবই না পড়ে শুধু নোট বই মুখস্থ করার এক প্রবণতায় পেয়ে বসে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে যে, প্রস্তাবিত নতুন পদ্ধতিতে সমস্ত পরীক্ষা ১০।১২ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ করা যেতে পারে। ১০০টি আইটেমসম্বলিত প্রত্যেক নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার জন্যে সময় থাকবে দেড় ঘণ্টার মত। সময় কম হলেও এর মধ্যদিয়ে ব্যাপক বিষয় সম্পর্কে যাচাই করা সম্ভব হবে। বহু দেশে এধরনের পদ্ধতি অনেক আগেই প্রবর্তিত হয়েছে। সেসব দেশে এর ফলাফল ভাল হয়েছে বলেই জানা যায়। তবে বিদেশী পদ্ধতির হুবহু অনুকরণ নয়, নতুন পদ্ধতি আমাদের দেশের উপযোগি করেই তৈরী হতে হবে। পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন করে পাঠ্যসূচী কতটা আগের অবস্থায় রাখা যাবে, পঠন-পাঠন পদ্ধতিতে কি ধরনের বা কতখানি পরিবর্তন দরকার হবে তার মূল্যায়নও হওয়া দরকার। সময় কিছু লাগলেও সেসব দিক ভালভাবে যাচাই করেই সিদ্ধান্তে যেতে হবে।